কমিশন কর্তৃক ২১/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	পটিয়া(চট্টগ্রাম) থানা মামলা নং-২৩, তাং-২৫/১১/২০১০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ শহিদুল আলম সরকার, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বাছা, পিতা-মৃত আযম আলী, সাং-মেলঘর, থানা-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	বিদেশে লোক পাঠানোর নামে ২,৬০,০০০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বাছা সৌদি আরবে পাঠানো নাম করে ভিসা প্রদানের নিমিত্তে জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার এবং জনাব মোঃ হারুন এর নিকট থেকে ১৫/০১/২০০১ তারিখ হতে ২৭/০৩/২০০১ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ২,৬০,০০০/-টাকা গ্রহণ করেন । গত ১১/০৬/২০০১ তারিখে ১৫০/-টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আসামী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বাছা (১ম পক্ষ) এবং জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার (২য় পক্ষ) এর মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত সম্পাদিত হয় । উক্ত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ২য় পক্ষ বিদেশ যেতে ব্যর্থ হলে বা বিদেশে যাওয়ার বাধাগ্রস্থ হলে ১ম পক্ষ গ্রহণকৃত ২,৬০,০০০/-টাকার দ্বিগুন টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন । আসামী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান বাছার বিরুদ্ধে সৌদি আরবে লোক পাঠানোর নাম করে জাল ভিসা প্রদান করে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ ও প্রতারণার মাধ্যমে ২,৬০,০০০/-টাকা আত্মসাত করার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ধানমন্ডি(ঢাকা) থানা মামলা নং-৪৩, তাং-৩১/০৫/২০০৪ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	খন্দকার আখেরুজ্জামান, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) খন্দকার আহাদ আহমেদ, স্বত্বাধিকারী, লিথো ফাইবার ইন্টারন্যাশনাল, ১/৭/ই আসাদ এভিনিউ মোহাম্মদপুর, ঢাকা; (২) জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), অগ্রনী ব্যাংক লি:, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকাসহ একই ব্যাংকের চার জন কর্মকর্তা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে অসৎ উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক কাল্পনিক নামে ভূয়া নিরাপদ ঋণ মঞ্জুর করে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী (১) খন্দকার আহাদ আহমেদ, (২) জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, (৩) জনাব মোঃ সলিম উল্লাহ ও (৪) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান একে অপরের প্রত্যক্ষ যোগসাজসে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ভূয়া ঋণ সৃষ্টির উদ্ধৃতি দিয়ে কাল্পনিক জনৈক ফয়সাল আহমেদ নামে নিরাপদ ঋণ বাবদ ১৩,০০,০০০/-টাকার ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে এবং উক্ত ১৩,০০,০০০/-টাকা লিথো ফাইবার ইন্টারন্যাশনাল নামে আসামী খন্দকার আহাদ আহমেদ এর চলতি হিসেবে জমার ক্রেডিট ভাউচার প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করে জমা করেন এবং আসামী খন্দকার আহাদ আহমেদ এর হিসাব হতে একই দিনে উক্ত ১৩,০০,০০০/-টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন এবং অপর দুইজনকে অভিযোগ হতে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত ।

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	রমনা (মডেল) থানা মামলা নং-৫৪, তাং-৩১/১২/২০০৮ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, উপপরিচালক পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব এস এম মুসলিম, মেয়র, মাধবপুর পৌরসভা, এবং (২) মিসেস ফাহমিদা মুসলিম, স্বামী- এস এম মুসলিম, হবিগঞ্জ, সিলেট ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ তাদের সম্পদ বিবরণীতে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং ৩৫,১৭,৫৫৮ টাকা জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।